২০০১, ২৬ বৈশাখ ১৪০৮, বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৭৫

প্রথম আলো

চিকিৎসার জন্য টিপু ব্যাংককে

সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আবার কলম ধরব

নিজস্ব প্রতিবেদক

সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। সঙ্গে বৃষ্টি। সূর্য উঁকি দেয়নি একবারও। সব মিলিয়ে একটা বিষণ্ন দিন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানের মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের হাসি। নীল জিন্সের প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরিহিত টিপু জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুইল চেয়ারে বসে প্রথম আলোকে বলেন, 'সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আবার কলম ধরব, সাংবাদিকতাই করব। দেশের মানুষ আমার জন্য যা করেছেন সাংবাদিক হিসেবেই করেছেন।'

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে টিপু সুলতান উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। গত ২৫ জানুয়ারি ফেনীতে সন্ত্রাসীদের নির্মম প্রহারে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।

দুপুর সাড়ে ১২টায় বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের সামনে টিপুকে যখন ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছিল তখন তার চারপাশে ছিলেন উদ্বিগ্ন স্বজন আর সহকর্মী সাংবাদিকরা। কিন্তু টিপুর মুখে ছিল স্বভাবসুলভ হাসি। ফেনীতে সরকারদলীয় সাংসদ জয়নাল হাজারীর পেটোয়া সন্ত্রাসীরা টিপুর আত্মবিশ্বাস আর হাসিটুকু কেড়ে নিতে পারেনি।

থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইটের (টিজি-৩২২) আকাশে উড়তে তখনো দেড় ঘণ্টা বাকি। লাউঞ্জে ঢুকে টিপু প্রথম আলোকে বললেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সব সাংবাদিক আর দেশের মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভাবিনি আবার আমি সুস্থ হতে পারব। এখন অন্তত সে আশাটুকু করতে পারি।' কথা বলতে বলতে তার চোখে টলমল করছিল অশ্রু।

ব্যাংককের বুনরানগ্রাড হাসপাতালে আজ বুধবার থেকে টিপুর চিকিৎসা শুরু হবে। বুনরানগ্রাড হাসপাতাল প্রথম তিন দিন তাদের খরচে টিপু সুলতানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। প্রথম আলো-ডেইলি স্টার বিদেশে টিপুর চিকিৎসার জন্য গত ৮ এপ্রিল একটি তহবিল গঠন করে। দেশের সাধারণ মানুষ, সংবাদপত্র পাঠক ও টিপুর শুভানুধ্যায়ীরা এই তহবিলে ইতিমধ্যে ১৫ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। টিপুকে বিদায় জানানোর জন্য গতকাল প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান ও ডেইলি স্টারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সৈয়দ ফাহিম মুনয়েম উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার জার্মান দূতাবাসের পক্ষে প্রেস অফিসার মুজতবা আহমেদ মোরশেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। দূতাবাসের পক্ষ থেকে টিপুর চিকিৎসায় সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

টিপুর বাঁ হাত, ডান হাত, বাঁ পায়ের গোড়ালি ও ডান পায়ের মাংসপেশি সন্ত্রাসীদের প্রহারে মারাত্মকভাবে জখম হয়। নিশ্চিত পঙ্গুত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সাহসী সাংবাদিক টিপু। জনগণের সাহায্যে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিমানবন্দরে টিপু সুলতানের মা রোকেয়া বেগম ছেলের মাথায় হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সাংসদ হাজারীর সমর্থক সন্ত্রাসীদের হুমকি-ধামকির কারণে তিনিও গত কমাস আগে ফেনী ছেড়েছেন। প্রথম আলো সম্পাদক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'মা, আপনি ভয় পাবেন না। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে।'

টিপুকে উড়োজাহাজে তোলার তাগাদা আসে দুপুর সোয়া ১টায়। এ সময় টিপু প্রথম আলোকে বললেন, 'নিজেকে নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। আমি শুধু মা, ভাইবোনদের জন্য উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও জানিয়েছি। সন্ত্রাসীরা ওদের হুমকি দিচ্ছে।'

টিপুর হুইল চেয়ারটি ঠেলে নিয়ে গেলেন মা। ইমিগ্রেশন কাউন্টারের আগে নিরাপত্তা প্রহরীরা পথ আটকালে সেখানে থামলেন তিনি। ছেলের মাথায় হাত রেখে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। কিন্তু ভাঙলেন না প্রত্যয়ী সাংবাদিক টিপু। ভেতরে চলে যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেলেন, 'আমি আবার ফিরে আসব।'

কালভার্টের কাজও পুরোপুরি শেষ হয়নি। এগুলো শেষ হলে পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে।

এদিকে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ বুধবারও ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে আগামী আরো দু-একদিন।

শুল্ক কর্মকর্তাদের বাড়াবাড়িতে শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

শওগাত আলী সাগর

শুল্ক কর্মকর্তাদের হয়রানিমূলক আচরণ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছে। একশ্রেণীর কর্মকর্তা প্রচলিত শুল্ক আইন উপেক্ষা করে বিভিন্ন শিল্প-কারখানার আমদানি করা কাঁচামালের ওপর স্বেচ্ছাচারী শুল্ক আরোপ করে তা পরিশোধে বাধ্য করছেন। এক্ষেত্রে তারা সরকার নিয়োজিত পিএসআই কোম্পানিগুলোর দেওয়া ক্লিন রিপোর্ট অন ফাইন্ডিংস (সিআরএফ) ও তাদের মূল্যায়ন পর্যন্ত মানছেন না।

শুল্ক বিভাগের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোতে ব্যবহৃত একমাত্র বোতল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটি দুমাস উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। অবশেষে কোম্পানিটি আদালতে রিট করেছে। অপর একটি প্রাচীন ও বড় কোম্পানি কয়েকদিন উৎপাদন বন্ধ রাখার পর শুল্ক কর্মকর্তাদের অন্যায় আবদার অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করে উৎপাদন শুরু করেছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো শিল্প-কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজস্ব বোর্ডে ধরনা দিয়ে কোনো প্রতিকার না পেয়ে বেআইনি অর্থদণ্ড দিয়ে তারা পুনরায় কোম্পানির উৎপাদন চালু করছেন।

এ ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক) আবুল কাসেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এ ব্যাপারে কিছু অভিযোগ তারা পেয়েছেন। তারা সেগুলো তদন্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

জানা যায়, শুল্ক কর্তৃপক্ষের হয়রানিমূলক পদক্ষেপের কারণে দেশের একমাত্র ওষুধের বোতল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। পাশাপাশি কোম্পানিটির উৎপাদিত বোতল বিক্রি করতেও রাজস্ব বোর্ড বাধা দিচ্ছে। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো বিশেষ করে শিশুদের ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোও বিপদে পড়েছে।

বেঙ্গল গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজের একজন পরিচালক প্রথম আলোকে জানান, তারা কোম্পানিটির আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করেন। মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানিতে ভ্যাট আরোপিত না হলেও কর্তৃপক্ষ তা ধার্য করে এবং কোম্পানি তা পরিশোধ করে। পরবর্তী সময়ে সেটি সমন্বয়ের আবেদন করা হলে শুল্ক কর্মকর্তারা ৭৮ লাখ টাকা পরিশোধের দাবি করে কোম্পানিটির গুদামে সংরক্ষিত বোতল বিক্রিতে বাধা দেন।

তারা জানান, কোম্পানি ঢাকা কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের (ভ্যাট) শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনিও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। পরবর্তী সময়ে কোম্পানিটির পক্ষ থেকে উকিল নোটিশ পাঠানো হলে বোর্ডের সদস্য (ভ্যাট) শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট ট্রাইব্যুনালে এ ব্যাপারে আপিল করার পরামর্শ দেন। কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, শুল্ক বিভাগ থেকে কোনো ধরনের কারণ দর্শাও আদেশ বা বিচারপূর্বক নির্দেশ না দেওয়ায় তারা আপিলও করতে পারছেন না। গত সোমবার কোম্পানিটি হাইকোর্টে রিট করেছে।

এদিকে গত দুমাস ধরে কোম্পানিটির উৎপাদন ও উৎপাদিত বোতল বিক্রি বন্ধ থাকায় ওষুধ কোম্পানিগুলোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। রোন পোলাঙ্ক রোরার বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম শামসুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'বোতল সংকটের কারণে তার কোম্পানিতে শিশুদের ওষুধ উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতির শেল, জীবনরক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক এবং প্যারাসিটামল তৈরিতেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, অধিকাংশ ওষুধ কোম্পানিতেই বোতলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বড় কোম্পানিগুলো পার্শ্ববর্তী ভারত থেকে বোতল আমদানি করে চাহিদা পূরণ করছে। কিন্তু ছোট কোম্পানিগুলো পুরনো ও ব্যবহৃত বোতল কিনে ব্যবহার করছে। এটি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে দেশের একটি খ্যাতনামা কোম্পানি গত ১২ এপ্রিল ৫ কার্টন টাংস্টেন ফিলামেন্ট ওয়্যার আমদানি করে। গত ৩৮ বছর ধরে কাঁচামাল হিসেবে বিবেচিত এ পণ্যটি এইচএস কোড ৮১০১.৯৩.০০-এর আওতায় শুল্কায়িত হলেও এবার শুল্ক কর্মকর্তারা পণ্যগুলোকে এইচএস কোড ৮১০১.৯৯.০০-এর আওতায় শুল্কায়িত করে ১৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করে।

কর্তৃপক্ষ জানান, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এইচএস কোড ৮১০১-এর আওতায় আমদানি করা সব পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের বাজেটে স্থানীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ অন্যান্য শিল্প কাঁচামালের সঙ্গে টাংস্টেন ওয়্যারের আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ ধার্য করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পিএসআই কোম্পানি ইনসপেক্টরেট গ্রিফিত ১৬ এপ্রিল উল্লিখিত পণ্যগুলোর জন্য যে সিআরএফ ইস্যু করেছে তাতেও টাংস্টেন ফিলামেন্ট ওয়্যারকে এইচএস কোড ৮১০১.৯৩.০০-এর আওতাধীন পণ্য হিসেবে উল্লেখ করে। কিন্তু শুল্ক কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকেন। জাতীয় সংসদে পাস করা প্রাক-জাহাজীকরণ অধ্যাদেশ ১৯৯৯ অনুসারে পিএসআই কোম্পানির দেওয়া সনদপত্রের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্নমত নিরসনের আগেই শিল্প আমদানিকারকের জিম্মায় পণ্য ছাড় করার আইনগত নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু শুল্ক কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের জিম্মা না চেয়েই মনগড়াভাবে মূল্যায়িত ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক পরিশোধের নির্দেশ দেয়। এদিকে কাঁচামালের অভাবে কোম্পানিটির উৎপাদন কয়েকদিন বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের চাহিদামতো টাকা পরিশোধ করে পণ্য ছাড় করাতে কোম্পানিটি বাধ্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন

মমতার সঙ্গে একদিন

উল্টে-পাল্টে দেবে সব!

আরিফুর রহমান/অমর সাহা, *কলকাতা*

উচ্চতা টেনেটুনে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। এলো চুলে হাত খোঁপা। মুখে এতটুকু প্রসাধনীর বালাই নেই। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। আধময়লা কম দামি সুতি শাড়ি শরীরে জড়ানো। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে অবিরাম। টিস্যু, রুমাল দূরে থাক মুছছেন আচল দিয়েই। সিরামিকের কাপ নয়, চা পান করছেন ভাড়ে (মাটির পাত্র)।

বর্ণনাতেই বোঝা যায়, ইনি সেই চরিত্র যার সঙ্গে আর দশটা নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়ে, বৌয়ের হুবহু মিল। তিনি হয়তো তাই-ই। কিন্তু গড়পরতা নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়ে গৃহবধূর সঙ্গে সঙ্গে তার পার্থক্য হলো-তিনি রীতিমতো গ্লামারাস। কে তিনি? টালিউড-বলিউডের অভিনেত্রী তো নিশ্চয়ই নন। তবে কি সন্ন্যাসিনী? ইদানীং যেসব সন্ন্যাস, সন্ন্যাসিনীর গ্লামার ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলিউড তারকাদের? না, তাও নন। ইনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী। যিনি ৪৬ বছর বয়সে ২৪ বছর ধরে শাসন করতে থাকা বামফ্রন্টের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। স্রেফ তার কারণেই পোড় খাওয়া বাম নেতাদের কপালের ভাঁজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

মমতা গ্লামারাস, এতটাই যে একই সময়ে প্রখর রোদে বলিউড তারকা বিনোদ খান্না, রাজ বাব্বরদের জনসভায় যখন প্রায় খাঁ খাঁ শূন্যতা, তখন তার সভায় উপচে পড়া ভিড়। জনতার তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

মমতা ভীষণ জনপ্রিয়, মমতা অতি সাধারণ, মমতা অনেকের দিদি-বড় বোন, কারো পাশের বাড়ির মেয়ে, অনেকের অবলম্বন, বামবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক-এসবই জানতাম, তাই বলে এতটা! গত সোমবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কলকাতার ভবানীপুর, পালবাজার (যাদবপুর), কালীঘাটে তার সঙ্গে প্রচারে থেকে তাকে নিয়ে জনতার যে উচ্ছ্বাস, স্বতঃস্ফূর্ততা দেখলাম তা যেন শুধু মমতাকেই মানায়।

তিনি গান্ধী পরিবারের সদস্য নন-এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গেও সম্পর্ক চুকিয়েছেন দুবছর আগে, জ্যোতি বসুর মতো পোড় খাওয়া ২৪ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকা ভাবমূর্তির অধিকারীও নন; অথচ মমতাকে দেখার, তার কথা শোনার, তাকে কথা শোনানোর, হাতে হাত মেলানোর যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, আন্তরিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা গেল, তার কি কোনো বর্ণনা আছে!

ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জন যদি কোনো রাজনীতিকের যোগ্যতার ক্ষমতায় যাওয়ার মূল মাপকাঠি হয় তাহলে মমতার ধারে কাছে কেউ নেই।

কিন্তু এটাই যে তার কাল! কী রকম? ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমার ঠিক উল্টোদিকে মমতার সভা করার কথা রাত ৯টায়। তিনি এসে পৌঁছালেন সাড়ে ৯টায়। 'ওই যে দিদি, এসেছে দিদি' অপেক্ষারত কয়েক হাজার নারী-পুরুষের লক্ষ্য ৪৬ বছর বয়স্ক মমতার দিকে। প্রত্যেকেই হাত বাড়াচ্ছেন, তাকে একটু ছুঁয়ে দেখবেন। কিন্তু সেটা কী সম্ভব? মমতা বোঝেন। আর তাইতো গলা চড়িয়ে বলেন ওঠেন, হচ্ছেটা কী, চুপ, একদম চুপ! মমতার গলার ঝাঁঝে জনতার কোলাহল থামে, যারা মমতার দেখা পাবেন বলে ঠায় বসে আছেন ব্যস্ত রাস্তায় জট বাঁধিয়ে। স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার, উল্টে দিন, পাল্টে দিন আহ্বান জানিয়ে মমতা জনতার কাছ থেকে বিদায় নেন। গাড়িচালক মহম্মদ রফিককে হুকুম দেন 'চলো রফিক।' এবার তার গন্তব্য কালীঘাট।

এতক্ষণ ধরে যার জন্য জনতার অপেক্ষা স্বল্প সময় তাকে কাছে পেয়ে, না ছুঁতে পেয়ে জনতা কি মর্মাহত। হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তাতে মমতার কিছু যায় আসে না। ওরা তো সব আপনারই ভক্ত। ওভাবে ধমক দিলেন যে? মমতাকে আমাদের জিজ্ঞাসা।

-কী করব বলুন। সারা দিন বাকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কোতলপুর, গোঘাট, আরামবাগ ছয় জায়গায় মিটিং করেছি। কয়েকশ' মাইল জার্নি। শরীরের কিছু নেই। আমি বিধ্বস্ত, ক্লান্ত। আর কত পারা যায়? ওরা বোঝে না কেন? তারপর আবার সহানুভূতির সুরে 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'। কালীঘাটে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত কথোপকথন চলতে থাকে।

-প্রচারে হেলিকপ্টার নিলেই পারতেন। সিপিএম, বিজেপি যেমন করছে।

-আমার দলের অত টাকা নেই। ওদের তো সব জনগণের চুরি করা টাকা। কয়েক হাজার মাইল পথ ঘুরছি এই গাড়িতেই। তেলের দাম মেটাতেই অবস্থা কাহিল, আবার হেলিকপ্টার! আরে এটাই তো আমার লড়াই!

-কদিন আগেও তো বিজেপির সঙ্গে আপনার সুসম্পর্ক ছিল। অথচ তাদের ছেড়ে দিলেন। এটা নাকি আপনার ভোটে জেতার কৌশল?

-একদম বাজে কথা। বিজেপিকে ছেড়েছি নীতিবোধ থেকে। এতবড় কেলেঙ্কারি (তেহেলকা)! সবাই জানে, প্রমাণিত-তারপর থাকা যায়?

-আপনার দলের সাংসদ অজিত পাঁজাই তো আপনার বিরুদ্ধে তোপ দাগাচ্ছেন...

-মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা না থাকলে কেউ কেউ নিজেকে সামলাতে পারেন না। এসব আমি বুঝি। আর কটা দিন দেখুন না। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়?

-আপনি তো বলছেন হয় এবার না হয় নেভার। সত্যিই যদি ক্ষমতায় আসতে না পারেন। কী করবেন?

-কী বলছেন?-মমতা যেন আহত বাঘ। যদির কথা নদীতে ফেলে দিন। আমরাই আসছি ক্ষমতায়। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

রাত সোয়া ১০টা, কালীঘাটে নির্ধারিত জনসভায় এসে পৌঁছালেন মমতা। এখানেও সেই ব্যতিক্রমহীন ভিড়, অন্য জায়গার মতোই। 'দিদি চলে এসেছেন' মাইকে এ কথা জানান দিতেই আশপাশে বাড়িঘর থেকেও লোকজন নেমে এলেন। সমস্বরে স্লোগান চলছে, 'উল্টে দিন, পাল্টে দিন'। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'এক রত্তি মেয়ে, কীরকম লড়াইটাই না লড়ছে।' বোঝা গেল মমতা তাদের সাহস, লড়াইয়েরও প্রতীক। ভিড় ঠেলে মমতার কাছাকাছি হাস্যোজ্জ্বল এক নারী মুখ। 'দিদি আমি নমিতা, ওই আমার বিয়েতে...'। মনে আছে, ভালো আছিস? বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে? তার এই অভিভাবকসুলভ আন্তরিক কথাবার্তা স্পর্শ করে অন্যদেরও। এখানকার সভাতেও সেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কথাবার্তা, তবে তারচেয়েও বেশি জ্যোতি বসুকে নিয়ে।

সভা শেষ হতেই তাই জানতে চাই, এই যে প্রতিটি সভায় জ্যোতি বসুকে আক্রমণ করছেন, এর রহস্য কী? তেঁতে ওঠেন মমতা। 'করব না? ওই বুড়োটাই রাজ্যটাকে শেষ করেছে। লুটপাট করে খেয়েছে সবকিছু।' প্রসঙ্গ পাল্টাই।

-আচ্ছা আপনি এক সময় বলতেন কংগ্রেস সিপিএমের বি-টিম। তাহলে তাদের সঙ্গেই আবার জোট করলেন...।

-রাজনীতিতে এরকমই হয়। ওরা (কংগ্রেস) আমাকে দেখে শিখেছে। বলল বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়তে চায়। বাস, আমিও রাজি হলাম।

মমতার সার্বক্ষণিক সঙ্গী বাবলু তাকে মনে করিয়ে দেন দিদি মেদিনীপুর যেতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে (গভীর রাতেই তার মেদিনীপুর যাওয়ার কথা)। 'তোরা কী আমায় কিছু খেতেও দিবি না? একটু চা খাওয়া অন্তত।' ব্যস্ত হয়ে কেউ একজন ছুটলেন। ভাড়ে চা এল। তৃপ্তির সঙ্গে মমতা চা পান করছেন। সভা কিন্তু শেষ। তবে আগতরা এখনো ঠায় বসে, দাঁড়িয়ে। মমতা যাননি যে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা দেখছেন তাদের নেত্রীকে।

আলাপচারিতার এক ফাঁকে বললেন, জানেন যাদবপুর কেন্দ্রের জনসভায় (পালবাজারে) আমি মুগ্ধ। কেন? 'হাওয়াটা মাধবীদির দিকে।' কীভাবে বুঝলেন? 'আরে সেটা তো বুঝতে পেরেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কদিন ধরে তো নিজের কেন্দ্রেই বন্দি হয়ে আছেন। হারবে, হারবে। বড় মার্জিনে হারবে।'

-এই যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রার্থী করলেন, এটাকে তো চমক বলছে অনেকে।

-চমকই তো। সামনে আরো বহু চমক আছে।

হ্যাঁ, মমতা এ কথা বলতেই পারেন। যার সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকেন সোনিয়া গান্ধী। প্রণব মুখার্জির মতো চাণক্য যার পিছে পিছে ঘোরেন-তিনি তো এ কথা বলবেনই। মমতা আরো কী বলে জানেন? ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় সরকারি প্রহরী না নেওয়া প্রসঙ্গে? 'যারা জনগণের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তারা মমতার নিরাপত্তা দেওয়ার কে? আগে জনগণের নিরাপত্তা দিতে হবে।'

এহেন লড়াকু মমতাকে কতদিন আটকে রাখা যাবে? সংশয় সিপিএমেও।

মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মারুবিনির প্রস্তাব বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি খাতে মেঘনাঘাটে ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দ্বিতীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য জাপানি উদ্যোক্তা মারুবিনি করপোরেশনের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গত ২৯ এপ্রিল প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। আজকালের মধ্যেই এটি সরকারের ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর জানা গেছে। জানা যায়, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের আগে মারুবিনি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা (নেগোসিয়েশন) হয়েছে। এই আলাপ-আলোচনায় মারুবিনির প্রস্তাব সরকারের জন্য অধিকতর লাভজনক বলে প্রতীয়মান হয়। আলাপ-আলোচনার ফলাফল হিসেবে পিডিবি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে এ কথা অবহিত করে। মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন করেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন শেষে আগামী জুন মাসের মধ্যেই মারুবিনির সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

রাউজানে ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রাম অফিস

সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা রাউজান উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উত্তর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদককে গুলি করে হত্যা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। দুর্বৃত্তরা গুলি করে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়।

নিহত ছাত্রলীগ নেতা হচ্ছেন দিদারুল আলম দিদার (২৫)। তিনি রাউজান পৌরসভার সাবেক প্রশাসক ও আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল ইসলাম চৌধুরীর প্রেসে বসে গল্প করছিলেন। ট্যাক্সি আরোহী চার দুর্বৃত্ত প্রেসে ঢুকেই কাটা রাইফেল দিয়ে তাকে গুলি করে। হাসপাতালে নেওয়ার সময় দিদার মারা যান।

প্রসঙ্গত বিগত বিএনপি সরকারের আমলেও দিদারের ভাই শফিকে এনডিপির ক্যাডাররা হত্যা করেছে।

জানা গেছে, নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে দলের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি হলে আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপের বিরাগভাজন হন দিদার। এনডিপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী সশস্ত্র ক্যাডাররাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র জানায়।

সাকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তি দাবি বিএনপি নগর নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা-বিবৃতি নিয়ে বিএনপির মধ্যে চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এর সূত্র অনুযায়ী দলে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান উদারপন্থী ও কট্টরপন্থীদের বিরোধ এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। চলমান আন্দোলন, চারদলীয় জোট, আগামী নির্বাচন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে প্রকাশ্যে দায়ী করছে। উদারপন্থীরা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দল থেকে বহিষ্কারের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছেন। এই অস্থিরতার মধ্যেই আগামী ২৪ মে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বিএনপি ঢাকা মহানগর শাখার এক জরুরি সভায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি সর্বসম্মত দাবি জানানো হয়। সাদেক হোসেন খোকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়, সাকা চৌধুরীর এ ধরনের কার্যকলাপ দল ও জোটের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে বিষোদগার করায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গত সোমবার বিএনপি ঢাকা মহানগরীর ২১টি থানার সভাপতি-আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছিলেন। গতকালও ঢাকা সিটি করপোরেশনের বিএনপি সমর্থিত ৩০ জন কমিশনার এক যুক্ত বিবৃতিতে অনুরূপ দাবি করেছেন।

গতকাল দুপুরে প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার সাম্প্রতিক বক্তব্যকে সঠিক বলে মন্তব্য করে বলেন, সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ অনুপ্রবেশের অপচেষ্টার ফলেই দলে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে বহিষ্কারের জন্য দলের একটি অংশের দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, যারা আমাকে বহিষ্কারের দাবি করছে, তারা আসলে বিএনপি থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধকেই বহিষ্কার করতে চায়। তিনি প্রশ্ন করেন, কৃষক দলের মাহবুবুল আলম তারা যখন মনোনয়ন না পেলে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা দেন, তখন কী শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় না? তিনি বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি এমন অবস্থায় নেই যে, আমাকে কারো শরণাপন্ন হতে হবে।

এর আগে আনোয়ার জাহিদ গত সোমবার বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে বলেছেন, আমি নই, খালেদা জিয়াই এরশাদকে জোটে এনেছিলেন। আমি যা করেছি খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তেই করেছি। রিয়াজউদ্দিন আহমদকে তথ্য উপদেষ্টা নিয়োগের পর থেকেই আনোয়ার জাহিদ দলীয় কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত থাকছেন।

সাম্প্রতিক বিরোধ সম্পর্কে সাদেক হোসেন খোকা গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, পাড়া-মহল্লার ক্লাবেরও একটি গঠনতন্ত্র থাকে, বিএনপিরও আছে। যার যা ইচ্ছা তাই বলবে, এটা হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। তিনি বলেন, বিএনপি একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দল বলে এখানে সবার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করা হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করা হবে।

সন্ত্রাসী মামুনকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়নি

ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম কারাগারের যে সেলে ২৬ মামলার আসামি শিবির ক্যাডার নাছির (বর্তমানে কুমিল্লা কারাগারে) থাকত সেখানে এখন সরকারি দলের সন্ত্রাসী সাত মামলার আসামি মামুনকে রাখা হয়েছে। খুন, অপহরণ, প্রতারণা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং সাংবাদিক নির্যাতনসহ অসংখ্য মামলার আসামি হওয়া সত্ত্বেও গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত মামুনকে ডাণ্ডাবেড়ি লাগানো হয়নি। চট্টগ্রাম কারাগারের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা গতকাল বিকেলে বলেন, 'মামুনের নামে যে একাধিক মামলা রয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র আমাদের হাতে না পৌঁছানোর কারণে তাকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো সম্ভব হয়নি।' জেল কোড অনুযায়ী তিন মামলার আসামিকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয় বলে তিনি জানান।

মামুনের আত্মসমর্পণের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বস্তরের নাগরিকের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এলেও এখনো উৎকণ্ঠা শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত দাগি এ অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত হবে কিনা তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে আলোচনা চলছে।

নগরীর শুলকবহর ওয়ার্ডের কমিশনার মামুনকে রিমান্ডে আনার জন্য গতকাল মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। সাংবাদিক নির্যাতন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পাঁচলাইশ থানার সেকেন্ড অফিসার আরমান হোসেন মামুন সোমবার প্রথম আলোকে বলেছিলেন, মঙ্গলবার রিমান্ডের আবেদন করা হবে। আবেদন না করা প্রসঙ্গে গতকাল বিকেলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'ওপরের নির্দেশ মতো আবেদন করা হবে।' মামুনসহ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিটন, বিপ্লব, বকতিয়ার ও লালুকে আসামি করে শিগগিরই জননিরাপত্তা আইনে মামলার চার্জশিট প্রদান করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলা ছাড়া অন্যসব মামলায় মামুনকে কেন গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি এ প্রসঙ্গে সিএমপির ডিসি (নর্থ) নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এই প্রতিনিধিকে বলেন, 'যে মামলায় তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে তাতে তিন মাস জামিনের কোনো বিধান নেই। অন্য সকল মামলায় মামুনকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে হামলার ১৮ দিন পর গত সোমবার মামুন চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে সিটি করপোরেশনে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেট আবু নাছের সাত মামলার আসামি মামুনকে গাড়িতে করে আদালতে পৌঁছে দেওয়ায় এখানকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটসহ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ম্যাজিস্ট্রেট গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোকে বলেন, পলাতক ও ওয়ারেন্টি আসামিকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আত্মসমর্পণের জন্য আদালতে পৌঁছে দেওয়ার নজির এদেশে নেই । এতে বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার আদালত শুরুর আগে চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আবদুল মালেকের খাস কামরায় রেওয়াজ মাফিক যে বৈঠক হয় সেখানেও ম্যাজিস্ট্রেট আবু নাছেরের বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিটি করপোরেশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও ম্যাজিস্ট্রেট আবু নাছেরের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন দাখিল করেন সিএমএম। এ প্রসঙ্গে সিএমএম প্রথম আলোকে বলেন, 'একজন সন্ত্রাসীকে আদালতে পৌঁছে দেওয়ার পটভূমি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে আমি জানি না। বিস্তারিত জানার জন্য আমি আবু নাছেরের সঙ্গে কথা বলব।'

ফালু মিয়া আর বিচার চাইতে আসবেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক

অবশেষে ফালু মিয়া জাগতিক সব বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন। দীর্ঘ ২২ বছর বিনা বিচারে আটক থাকার পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আট বছর আগেই। এরপর তার প্রতি অমানবিকতার জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন তিনি। ক্ষতিপূরণ মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই গত সোমবার দিবাগত রাত ১টায় উত্তরায় ইন্তেকাল করেন হতভাগা ফালু মিয়া (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

১৯৭২ সালে সাভার থানা পুলিশ একটি মিথ্যা মামলায় ফালু মিয়াকে আটক করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠায়। এরপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তার মামলার নথি হারিয়ে ফেলেন। তাদের এই চরম দায়িত্বহীনতার কারণে ফালু মিয়া '৭২ থেকে '৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর বিনা বিচারে কারাগারের অন্ধকারে কাটান। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার উদ্যোগে তিনি অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। সংস্থার উদ্যোগেই ফালু মিয়ার প্রতি অমানবিকতার জন্য সরকারের কাছে ১০ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করা হয়। অসুস্থ ফালু মিয়া ক্ষতিপূরণ মামলায় অ্যাডভোকেট কমিশনের মাধ্যমে দুবার সাক্ষ্য দেন। কিন্তু সরকার বিভিন্ন অজুহাতে আবারও সাক্ষী চায়। তার ক্ষতিপূরণ মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই তিনি বিদায় নিলেন।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিব সিগমা হুদা ও নির্বাহী পরিচালক মাসুদা গওস ফালু মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক এবং তার দুরবস্থার জন্য ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তারা ফালুর ক্ষতিপূরণের টাকা তার পরিবারের সদস্যদের দেওয়ার জন্যও দাবি জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে প্রচারণা শেষ

বামফ্রন্ট-তৃণমূল উভয়ই ক্ষমতার ব্যাপারে আশাবাদী

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে গতকাল মঙ্গলবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উভয়েই ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিধানসভা হবে ত্রিশঙ্কু এবং সরকার গঠনে বিজেপিই হবে নিয়ামক শক্তি।

বিকেলে বামফ্রন্ট আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, প্রয়োজনীয়সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তারাই যে আবার ক্ষমতায় আসছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, বিরোধী আসনে যে-ই বসুক না কেন তার ভূমিকা হতে হবে গঠনমূলক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যতই আস্ফালন করুক তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তারা ক্ষমতায় আসলে রাজ্যের চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং মৌলবাদী তৎপরতা বাড়বে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যা ঘটে গেল তা খুবই দুঃখজনক এবং এটা দুদেশের সুসম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র।

দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনে তারা শুধু প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই পাবেন না, সংখ্যাটা হবে ১৮০ থেকে ২০০। তিনি বলেন, বিষয়টি বুঝতে পেরে সিপিএম এখনই পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস শুরু করেছে। এর ফলে বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলিতে আমাদের কর্মীরা ভীত-সন্ত্রস্ত।

এর আগে বিজেপি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রাজ্য বিজেপির সভাপতি অসীম ঘোষ বলেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে মমতা বিজেপির সঙ্গে যে বেইমানি করেছে তার ফল সে পাবে। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস যতই প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে দাবি করুক না কেন বিধানসভা হবে ত্রিশঙ্কু। আর সে ক্ষেত্রে শেষ হাসিটা হাসবে বিজেপিই। তিনি দাবি করেন, এবার বিজেপি আরো ভালো ফল করবে।

শেয়ার কেলেঙ্কারি মামলা

বেক্সিমকো ফার্মাসহ ৩ কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

শেয়ার কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত বেক্সিমকোসহ তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে অভিযোগ গঠন করা হবে কি না সে আদেশের জন্য বিচারক আগামী ২৭ মে দিন ধার্য করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ হোসেন শহীদ আহমেদের আদালতে অভিযোগ গঠনের শুনানি হয়।

বেক্সিমকো ফার্মা, শাইনপুকুর হোল্ডিংস ও দোহা সিকিউরিটিজ লিঃ-এর সালমান এফ রহমান, সোহেল এফ রহমান, এ বি সিদ্দিকুর রহমান , ডি এইচ খান এবং এ কে এম শামসুদ্দোহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে বলে, ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আসামিরা নিজে এবং কর্মচারীর মাধ্যমে শেয়ার বাজারকে অবৈধভাবে প্রভাবান্বিত করার জন্য বিধিবহির্ভূতভাবে প্রতারণামূলক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রপক্ষ ১৯৬৯ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৭ ধারায় অভিযোগ গঠনের আবেদন জানিয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী কেউ কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার বাজারকে অস্বাভাবিক চাঙ্গা বা ধস নামানোর মাধ্যমে লাভবান হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আসামি পক্ষের কৌশলী অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক বলেন, অভিযোগে আসামিরা কাকে, কোথায় কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। আসামি পক্ষের অপর কৌশলী ব্যারিস্টার রফিকউল হক বলেন, কোনো কোম্পানিকে অভিযুক্ত করতে হলে তার সকল পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, তদন্ত রিপোর্ট বা প্রাথমিক তথ্যবিবরণীতে আসামিদের নাম নেই।

সরকার পক্ষে ড. এম জহির আসামি পক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, অভিযুক্ত আসামিরা তাদের লোক দিয়ে বাজারে শেয়ারের দাম বাড়ানোর জন্য নিজেরা বেচা-কেনা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আরো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে যে, দোহা সিকিউরিটিজ শাইনপুকুরের শেয়ার কিনলেও কোনো টাকা পরিশোধ করেনি।

বিশেষ পিপি সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, মামলায় যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা বিচারের সময় প্রমাণ করা হবে। এ অবস্থায় মামলার অভিযোগ গঠনে কোনো বাধা নেই।

১৯৯৭ সালের ২ এপ্রিল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মামলা দায়ের করার পর থেকে গত চার বছর ধরে আইনি লড়াইয়ে বাদী ও বিবাদী একাধিকবার নিম্ন ও উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হওয়ায় বিচার কাজ শুরু হতে পারেনি।

গতকাল মামলার আসামি সালমান এফ রহমানসহ পাঁচজনই আদালতে হাজির থাকলেও তারা কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে সোফায় বসে ছিলেন। এই আদালতে গতকাল অন্য কোনো মামলা হয়নি।